بسم الله الرحمن الرحيم

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩ অক্টোবর ২০২২

যায়োন, ইলিনয়ের চাবি এখন নিরাপদ হাতে

"আমাদের একমাত্র অস্ত্র হলো দোয়া, আর আমরা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শুনে থাকেন।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের হাতে যায়োনে নতুন আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

১ অক্টোবর ২০২২, ইলিনয়ের যায়োন শহরে ফতহে আযীম (সুমহান বিজয়) মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)। সাপ্তাহিক জুমুআর খুৎবার মাধ্যমে এর এক দিন আগে হুযূর আনুষ্ঠানিকভাবে এই মসজিদটির উদ্বোধন করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় অধিবাসীসহ ১৪০ জনের অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল ভাষণ, যেখানে তিনি যায়োন শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডুই সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে ডুইয়ের ইসলামের প্রতি ঘৃণার মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যুত্তর কীভাবে **"চরম উস্কানি ও বৈরিতার মুখে সংযমের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত"** ছিল।

তাঁর পুরো ভাষণ জুড়ে হুযূর আকদাস সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার অসাধারণ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর মিশন তুলে ধরে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি ইসলামের শিক্ষার পুনর্জাগরণের জন্য এসেছিলেন এমন এক সময়ে যখন মুসলমানগণ ইসলামের আধ্যাত্মিক শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বাণী তুলে ধরতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দাবি করেন যে, মূসায়ী মসীহ্, হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার করবেন। তাই নবী ঈসার মত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) মানবজাতির জন্য সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন। তার প্রতিটি কথা এবং কর্মের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সকলের মাঝে সৌহার্দ্য সৃষ্টির এক প্রেরণা লালন করা। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে স্মরণ করিয়েছেন যে, ‘ইসলাম’ শব্দটির অর্থই ‘শান্তি ও নিরাপত্তা’। আর, তাঁর আগমনের পরে, ইসলাম তার আধ্যাত্মিক উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করবে এবং একদিন বিশ্বজুড়ে ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।”

হুযূর আকদাস আরও ব্যাখ্যা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে (মুসলমানগণ) যে সকল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তার সবগুলোই ছিল প্রতিরক্ষামূলক; আর কখনো একটি বারের জন্যও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা হয় নি; কিংবা কারো ওপর কোনো প্রকারের নিষ্ঠুরতা বা অবিচারও করা হয় নি।

বরং, হুযূর আকদাস বলেন, **“যে যুদ্ধেই তারা অংশ নিয়েছেন, তা সকল ধরনের অমানবিকতা এবং নির্যাতন বন্ধ করার জন্যই করা হয়েছিল।”**

এরই আলোকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পরিপূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কোনো ভূমির ওপর বিজয় লাভ করা, কোনো এলাকা দখল করা, কোনো শহরের ওপর বিজয়ী হওয়া বা কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের উদ্দেশ্য নয়। আর সেই সকল দেশে যেখানে আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের বিশ্বাস বহুল সংখ্যায় মানুষ গ্রহণ করেছে, সেখানেও আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বা পার্থিব প্রভাব বিস্তারের কোনো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি নি। আমাদের একমাত্র মিশন এবং আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসার মাধ্যমে মানবজাতির হৃদয় জয় করা এবং তাদেরকে খোদা তা’লার নিকটবর্তী করা যেন তারা তাঁর প্রকৃত উপাসনাকারীতে পরিণত হয় এবং একে অপরের অধিকার রক্ষা করে।”

রাজনৈতিক বা জাগতিক কোনো মর্যাদা লাভ করা যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তা সুনিশ্চিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর (আ.) লেখনী থেকে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন:

“কোনো দেশের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার দেশ তো সবার চেয়ে পৃথক।

কোনো মুকুটের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার মুকুটতো আমার প্রিয়তম (খোদার) সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“জাগতিক বা পার্থিব ক্ষমতার প্রতি এই যে পরিপূর্ণ বিমুখতা -- এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সূচনালগ্ন থেকে এর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা কেবল ইসলামের ভালোবাসা ও শান্তির বাণীকে

ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব; যেমনটি আমরা গত ১৩০ বছর ধরে করে আসছি ... আমাদের কোনো ব্যক্তি বা কোনো ধর্মের সাথে কোনো প্রকারের ক্ষোভ, বিবাদ বা শত্রুতা নেই। যারা খোদা তা'লার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় বা তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তাদের জন্য আমাদের প্রত্যুত্তর কখনোই এটা হবে না যে, আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেব বা কোনো ধরনের সহিংসতার আশ্রয় নেবো। বরং, এর বিপরীতে আমাদের একমাত্র উত্তর এই হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে নত হবো। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হলো দোয়া, আর আমরা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শুনে থাকেন। বস্তুত, আমাদের জামা'তের ১৩৩ বছরের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।"

তাঁর ভাষণে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের নতুন সম্রাট রাজা চার্লস 'ধর্মের রক্ষক' (Defender of *the* Faith)-এর পরিবর্তে '*সকল* ধর্মের রক্ষক' (Defender of *all* Faiths) হিসেবে পরিচিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা অতীতে ব্যক্ত করেছেন তার প্রশংসা করেন।

রাজা চার্লস্-এর শব্দচয়নের এই পরিবর্তনকে কার্যত 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা' আখ্যায়িত করে এর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে গণমাধ্যমে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদিও ধর্মীয় সৌহার্দ্যকে লালন করার এমন প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ বৃথা অথবা 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা' আখ্যায়িত করতে পারেন, আমার দৃষ্টিতে, সকল ধর্মের সুরক্ষা এবং প্রকৃত অর্থেই ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাঝেই বস্তুত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা নিহিত রয়েছে।"

বিশ্ব-শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করে সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হাজ্জ-২২:৪১-৪২ আয়াতে একটি "অসাধারণ ও কালজয়ী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা সর্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে বলেন:

"পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অবিচার পরিচালনা করা হচ্ছে তার শক্তিশালী জবাব না দেওয়া হয়, তবে কোনো গির্জা, ইহুদি উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ বা অন্যান্য উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং, পবিত্র কুরআন সেই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা কেবলমাত্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারী মানুষের পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাই প্রদান করে না, বরং, আরও অগ্রসর হয়ে মসজিদে ইবাদতকারী মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করে। এটা সেই ঐশী গ্রন্থ যা সকল ধর্ম, বিশ্বাস এবং মত ও পথের নিরাপত্তা প্রদানকারী ও রক্ষক।"

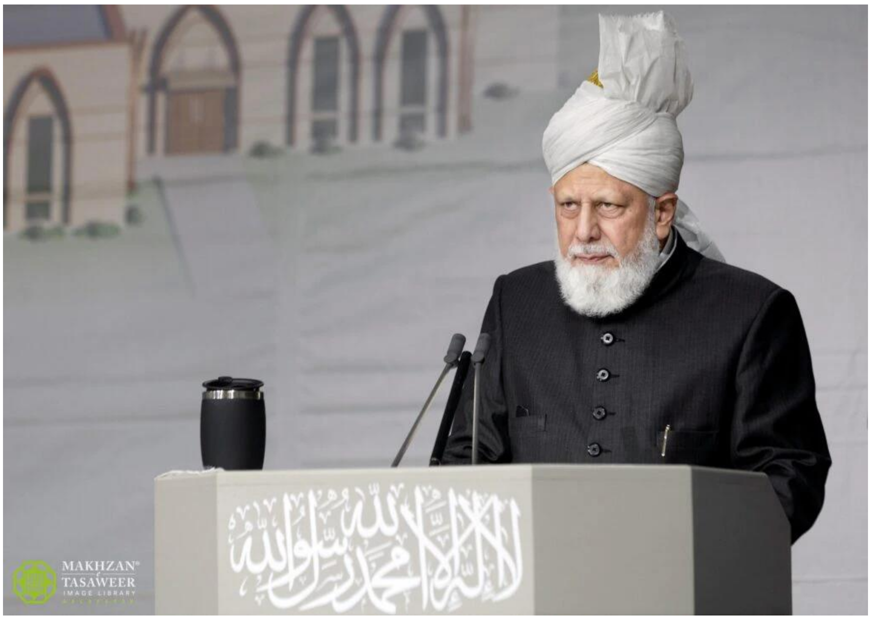

হুযূর আকদাস আরও অগ্রসর হয়ে যায়োন সিটির বিষয়ে আলোচনা করেন যে, কীভাবে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডোই ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন। ইসলাম এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সরাসরি তার উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, কোনো কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ভালোবাসা ও সহানুভূতির প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও মি. ডোই-এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা কেন ব্যবহার করলেন। তবে এখানে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) একটিবারের জন্যও কোনো প্রকারের সহিংস কিংবা চরমপন্থী প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানান নি। বস্তুত, যখন তিনি প্রথমবারের মতো ইসলাম এবং এর প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এর বিরুদ্ধে মি. ডোই-এর বিষাক্ত উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হন তখন প্রথমে তিনি তার সাথে সম্মানজনকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে তাকে সংযত হতে এবং মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।”

কিন্তু, মি. ডোই মুসলমানদের প্রতি তার তীব্র কটূক্তি জারি রাখেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য (খোদার কাছে) আহ্বান জানান।

হুযূর আকদাস মি. ডোই-কে উদ্ধৃত করেন, যেখানে তিনি বলেন:

"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, ইসলাম যেন এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা কবুল করো, হে ঈশ্বর, ইসলামকে ধ্বংস করো!"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তিনি [ডোই] লেখেন যে, যদি মুসলমানগণ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন না করে, তবে তারা মৃত্যু এবং ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এরূপ কট্টর ভাষা এবং কটূক্তির প্রত্যুত্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, হাজার হাজার এমনকি লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষের যেন ক্ষতি না হয়, যা মি. ডোই-এর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হলে সংঘটিত হতো। সুতরাং, তিনি মি. ডোই-কে দোয়ার এক লড়াইয়ের দিকে আহ্বান করলেন। তিনি বললেন যে, মৃত্যু এবং ধ্বংসের আহ্বান জানানোর পরিবর্তে, তিনি এবং মি. ডোই যেন নিবেদিত চিত্তে দোয়ায় নিমগ্ন হন, এবং খোদা তা'লার কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, তাদের দু'জনের মধ্যে যিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যেন অপর পক্ষের জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সহানুভূতির একটি আচরণ এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে প্রশমিত করার এক মাধ্যম। মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বশক্তি নিয়ে মুখোমুখি সংঘাতের ঝুঁকি এড়িয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই দাবি করেছিলেন যে, তিনি এবং মি. ডোই-এর উচিত হবে দোয়াতে মনোনিবেশ করা, এবং বিষয়টিকে খোদা তা''লার হাতে ছেড়ে দেওয়া। সত্য নির্ধারণের জন্য এটি ছিল একটি ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পন্থা। এমনটি বলা মোটেই বাহুল্য হবে না যে, এটি ছিল প্রবল প্ররোচনা ও বৈরিতার মুখে সংযমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত।"

যখন ডোই-এর কাছে এই চ্যালেঞ্জের সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি তাঁর পূর্বের আচরণ থেকে বিরত হন নি। বরং তার নিজ ঘৃণাপূর্ণ পদ্ধতিতে তিনি প্রতিশ্রুতি মসীহ্ (আ.)-কে 'মশা-মাছি'-র সাথে তুলনা করেন, যাদের ওপর তিনি পা ফেললে সেগুলো 'পদতলে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করবে'।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর চ্যালেঞ্জ পুনর্ব্যক্ত করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র এটি ব্যাপক প্রচারণা লাভ করে। সাংবাদিকগণ প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে, মি. ডোই-এর নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে তার সুউচ্চ মর্যাদা, তার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে, ভারতবর্ষের এক সুদূর পল্লীতে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কেই পিছিয়ে রাখেন;; পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতায় মি. ডোই-এর সাথে যার কোনো তুলনাই চলে না। উপরন্তু, শারীরিকভাবেও মি. ডোই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর চেয়ে বয়সে কম এবং তুলনামূলকভাবে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বস্তুগত সকল ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক বৈষম্য

থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কখনো বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেন নি, কখনো এক কদম পিছনে যান নি, অথবা এই চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করেন নি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পার্থিব ও সকল হিসাব-নিকাশের বিরুদ্ধে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাঁর সপক্ষে ফলাফল প্রকাশিত হলো। একের পর এক, ডোই তার সমর্থনকারী, সম্পদ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের ভাষায় তিনি এক 'করুণ পরিণতি'-র মুখোমুখি হলেন। ... বস্টন হেরাল্ড পত্রিকার একটি বিখ্যাত শিরোনাম ঘোষণা করলো, 'মহান সেই মির্যা গোলাম আহমদ, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্' ('Great is Mirza Ghulam Ahmad, The Messiah')। সংক্ষেপে বলা যায়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কখনো কারো ওপর বলপূর্বক তাঁর মতামত বা মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। আর, মি. ডোই বা ইসলামে অন্যান্য শত্রুদের ঘৃণা-বিদ্বেষের উত্তরও তিনি কখনও বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেওয়ার কথা ভাবেন নি। আহমদী মুসলমানদের জন্য, এই ঘটনাটি আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার একটি নিদর্শন। আর তাই, এই দিক থেকে, আমাদের ইতিহাসে যায়োন সিটির এক বিশেষ তাৎপর্যবহ স্থান রয়েছে।"

তার ভাষণের শেষাংশে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর অনুসারীরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ যে, সত্যিকারের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে আমরা আজ যায়োন শহরে ফতহে আযীম মসজিদ (মহান বিজয়ের মসজিদ) উদ্বোধন করার সৌভাগ্য লাভ করছি। এর দরজাগুলো এই আলোকিত বাণীর সাথে উন্মোচিত হচ্ছে যে, সকল মানুষের এবং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত এবং সম্মানিত। এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য যে, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে পরিচালিত করা এবং নিশ্চিত করা যে, সকল মানুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যের সাথে এবং প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে মিলেমিশে বসবাস করে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি এই প্রার্থনা করি যে, এই মসজিদ যেন, খোদা করুন, সর্বদা শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য ভালোবাসার এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। আমি দোয়া করি যেন এটি এমন এক স্থানে পরিণত হয় যেখানে মানুষ বিনীতভাবে তাদের স্রষ্টাকে চেনার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সামনে মাথা নত করতে, এবং মানবজাতির অধিকার রক্ষা করতে সমবেত হয়। কেননা, আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমরা কেবল তখনই সফলকাম এবং সমৃদ্ধশালী হতে পারবো যদি আমরা খোদা তা'লার ইবাদতের অধিকার এবং মানবজাতির অধিকার সঠিকভাবে আদায় করি।"

মূল ভাষণের পূর্বে, বেশ কয়েকজন অতিথি বক্তা মঞ্চে এসে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন।

যায়োনের মেয়র অনারেবল বিলি ম্যাককিনি বলেন:

"যায়োন সিটিতে ফতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হিজ হোলিনেস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-কে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত বোধ করছি। আমরা সত্যিই সম্মানিত যে, আপনি আজ এই সন্ধ্যায় যায়োনে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য হাজার হাজার মাইল সফর করে এসেছেন। ... এই সম্প্রদায় (আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়) এমন এক সম্প্রদায় যা ইসলামের নবী মুহাম্মদ এর অনুসারী, যিনি খ্রিস্টানদের সাথে এক চুক্তি করেছিলেন, যেখানে তিনি খ্রিস্টানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাদের গির্জাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন এবং এমনকি সেই গির্জাগুলোকে কোনো প্রকার হুমকির মুখে রক্ষা

করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। ... এটি হলো সেই বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য যা এখানে যায়োন সিটিতে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ধারণ করে। হিজ হোলিনেসের আশিসমণ্ডিত দিকনির্দেশনায়, এই সম্প্রদায় শান্তি, ন্যায়বিচার, সর্বজনীন মানবাধিকার ও মানবতার সেবায় পয়গাম নিয়ে সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষের নিকট পৌঁছেছে।”

হুযূর আকদাসকে শহরের চাবি উপহার প্রদান করে, অনারেবল বিলি ম্যাককিনি বলেন:

“যায়োন সিটির জন্য আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অসাধারণ সেবা এবং শহরটির উত্তরোত্তর উন্নতি ও এর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে আপনাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমরা যায়োন শহরের চাবি হুযূর আকদাসের হাতে তুলে দিচ্ছি।”

পরবর্তীতে, হুযূর আকদাস এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন:

“আমি শহরের চাবি আমাকে প্রদানের জন্য মেয়রের কাছে কৃতজ্ঞ, আর আমি নিশ্চিত যে, এখন এই শহরের চাবিটি নিরাপদ হাতে রয়েছে।”

ইলিনয় রাজ্য আইনসভার সদস্য, রিপ্রেজেন্টেটিভ জয়েস মেসন বলেন:

“হিজ হোলিনেস শান্তির সপক্ষে একজন নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর খুতবা, বক্তৃতা, লেখনী ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে ধারাবাহিকভাবে মানবতার সেবা, সর্বজনীন মানবাধিকার, এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারপূর্ণ এক সমাজের আহমদীয়া মুসলিম মূল্যবোধসমূহ তুলে ধরেছেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বিশ্বজুড়ে আইন প্রণেতা এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে কথা বলেছেন। হিজ হোলিনেস নারী অধিকারের একজন বড় প্রবক্তা। এই সম্প্রদায়ের নারী সদস্যাগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র এবং সম্প্রদায়ের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই মসজিদটির নির্মাণ তারই জীবন্ত প্রমাণ। এই মসজিদ নির্মাণের ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক অর্থ আহমদী মুসলমান নারীগণ দান করেছেন। এটি কতই না অসাধারণ? যায়োন সিটির জন্য এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন একটি শান্তিপ্রিয় এবং সেবামুখী সম্প্রদায় এখানে বসবাসের এবং এত সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা যে, এই মসজিদ যেন আশার এক আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়; কেবল এই শহরের জন্যই নয়, বরং, এর আশেপাশের সকল শহরের জন্য।”

ফতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে ইলিনয় রাজ্য আইন সভার ৬১তম ডিস্ট্রিক্ট-এর পক্ষ থেকে অনারেবল জয়েস মেসন আনুষ্ঠানিক সম্মাননা পত্র প্রদান করেন।

অনারেবল জয়েস মেসন বলেন:

“নতুন মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আমি এই (আহমদীয়া মুসলিম) সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানিয়ে একটি হাউস রেজোলিউশন প্রস্তাব করছি, আর আমি এই আনন্দঘন দিনে এই অসাধারণ সম্প্রদায়ের খুশিতে অংশীদার হতে পেরে কৃতজ্ঞ।”

মার্কিন কংগ্রেসম্যান রাজা কৃষ্ণমূর্তি (ডেমোক্র্যাট-ইলিনয়) কংগ্রেশনাল রেকর্ড হতে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পেশ করেন যেখানে ফতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মাইলফলককে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে হুযূর আকদাসের সফরকে সম্মানিত করা হয়েছে।

অনারেবল রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেন:

“(হিজ হোলিনেসের) আগমনে আমি এতটাই উল্লসিত যে, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল রেকর্ডে এই ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি স্মারক অন্তর্ভুক্ত করেছি। আজকের এই আনন্দঘন উপলক্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে যা ইতিহাসে টিকে থাকবে। আপনার জীবনে যত অসাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে তার বেশকিছু আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে পাবেন। তারা হাসপাতাল ও স্কুল প্রতিষ্ঠায়, রক্তদান কর্মসূচীতে, অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে,

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নিজেদেরকে সেবায় নিয়োজিত করেছে। হিজ হোলিনেস, আপনি অত্যন্ত অভিভূত হবেন যে, এই মানুষগুলো সেই মূল্যবোধসমূহ, যার প্রচার আপনি করে থাকেন এবং যার কথা আপনি প্রতিদিন বলে থাকেন, হুবহু সেগুলোকে তাদের নিজেদের জীবনে ধারণ করেছেন। ... আমি বিশ্বাস করি যে, আমেরিকা এবং বিশ্বজুড়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সম্প্রদায়, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদেরকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করে রেখেছে।”

টাফ্‌ট্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং ল্যান্টোস ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইট্‌স এ্যান্ড জাস্টিস-এর প্রেসিডেন্ট ড. ক্যাটরিনা ল্যান্টোস সোয়েট বলেন:

“যেসকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আমি মুখোমুখি হয়েছি তাদের মধ্যে অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি অবহিত নই যারা এত পরিপূর্ণভাবে তাদের দাবিকৃত শিক্ষাকে কার্যে ধারণ করে, যারা সেই সকল উচ্চ মূল্যবোধ এবং গভীর নীতিসমূহ, যা তাদের জীবনের একেবারে মূল ভিত্তি, তদনুযায়ী জীবন-যাপন করতে প্রতিদিন গভীরভাবে সংগ্রাম করে। আর আমি মনে করি যে, আজ আমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছি, তারা জানি যে, হ্যাঁ, অবশ্যই সেই স্পৃহা খোদার নিকট হতে আসে, কিন্তু এর পাশাপাশি সত্যিকার অর্থেই এটি আপনাদের এই অসাধারণ নেতা, হিজ হোলিনেসের নিকট হতেও উৎসারিত হয়। আর আজ আমি আপনাদের মাঝে এখানে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত সৌভাগ্যমণ্ডিত, অত্যন্ত সম্মানিত, অত্যন্ত অনুপ্রাণিত এবং অত্যন্ত আশিসমণ্ডিত বোধ করছি।”

দোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. ক্যাটরিনা ল্যান্টোস সোয়েট বলেন:

"প্রথমে আপনি হয়তো বলে উঠবেন, আচ্ছা, সত্যিই কি এমনটিই ঘটেছিল? হ্যাঁ, সত্যিই এমনটিই ঘটেছিল। আর একটা বিষয় এই ঘটনা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পেয়েছি তা এই যে, মানুষের হাতে বিভিন্ন ডিভাইস, এবং সেল ফোন এবং কম্পিউটার আসার বহু পূর্বের এক যুগে, দোয়ার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনা ভাইরাল হয়েছিল। প্রকৃত অর্থেই এটি পৃথিবীতে বিশেষ আলোচিত একটি ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। ... এই অসাধারণ সুন্দর মসজিদটি, যা আজ এই সপ্তাহান্তে উদ্বোধন হচ্ছে, তার নামকরণ করা হয়েছে ফতহে আযীম মসজিদ, যার অর্থ হলো মহান বিজয়, কেননা, দোয়ার এই লড়াইয়ে বিজয় হয়েছিল, হ্যাঁ, আহমদীদেরই। হ্যাঁ, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতাই বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আমার মনে হয় আমাদেরকে বলতে হবে যে, বিজয় হয়েছিল মানবতারও; কেননা, এটি ছিল,পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, আর ওইসব গুণাবলীর যেগুলো আজ আমরা এই অসাধারণ সম্প্রদায়ের মাঝে প্রোথিত দেখতে পাই।"

আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির পূর্বে হুযূর আকদাস গণমাধ্যম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কয়েকটি সভায় মিলিত হন।

সমাপ্ত

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: media@pressahmadiyya.com